Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২২ আগস্ট, ২০১৭

৪০ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ২১ আগস্ট, ২০১৭, সোমবার, ৪ ভাদ্র, ১৪২৪

বন্যাত্রাণে সিপিআই(এম)-কে দান

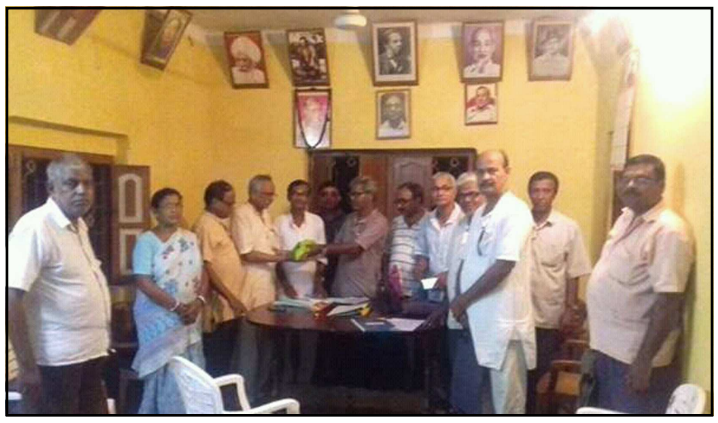

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ আগস্ট : বন্যাত্রাণে সাধারণ মানুষকে সাহায্যের জন্য দলের তহবিলে ৭ হাজার ৮৪৭ টাকা দান করা হয় সিপিআই(এম) কালনা-২ এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে। কালনা ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত এই অর্থ সুকান্ত কোঙারের হাতে তুলে দেন এরিয়া কমিটির আহ্বায়ক সনাতন টুডু। উপস্থিত ছিলেন অঞ্জলি মণ্ডল, মহম্মদ আলী, শ্রীকুমার দুবে, মহম্মদ শাহ, তপন মুখার্জী প্রমুখ। সুকান্ত কোঙার বলেন, কৃষক, ক্ষেতমজুর, শ্রমিক সহ সমস্ত সাধারণ মানুষ চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও যথাসাধ্য দান করেছেন। তাঁদের এই দান গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরো প্রসারিত করতে সাহায্য করবে।

ডি ওয়াই এফ আই-এর রজতজয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৬ আগস্ট : ডি.ওয়াই. এফ আই-এর রজতজয়ন্তী বর্ষকে সামনে রেখে রানিগঞ্জের যুবরা সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প করলো। ডি.ওয়াই.এফ.আই রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির উদ্যোগে দুদিন ধরে এই কর্মসূচি চলে। প্রায় সাতশো জন প্রতিযোগী গান, নৃত্য, আবৃত্তি, প্রবন্ধ, অঙ্কন সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। রানিগঞ্জের সরাফ ভবনে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন প্রাক্তন যুব আন্দোলনের নেতৃত্বদেরও সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক মন্টু সাহা, সংগঠনের জেলা সম্পাদক পরেশ মণ্ডল, জোনাল সম্পাদক হেমন্ত প্রভাকর ও সভাপতি প্রদীপ দাস প্রমুখ।

হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুর পৌর নিগমের পুনঃনির্বাচনের দাবিতে

‘সেভ ডেমোক্র্যাসি’-র ডাকে ইস্পাতনগরীতে বিশাল মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ১৯ আগস্ট : পুলিশি পাহারায় ‘গণতন্ত্রের শবদেহ’ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এই বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হল ইস্পাতনগরী। হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুর পৌর নিগমের পুনঃনির্বাচনের দাবিতে, ‘সেভ ডেমোক্র্যাসি’-র ডাকে ইস্পাতনগরীতে এই মিছিল দেখা গেল।

গত ১৩ আগস্ট দুর্গাপুর পৌর নিগমের নির্বাচনের দিন সারা দুর্গাপুর জুড়ে রাস্তায় রাস্তায় ভোটারদের বদলে দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের ‘অতিথি’ ভোটারদের। দুর্গাপুরের মানুষ দেখেছেন প্রায় হাজার বিশেক তৃণমূলের ‘সশস্ত্র অতিথি’ যারা এসেছিলেন আসানসোল- পাণ্ডবেশ্বর-গলসী, এমনকি সুদূর ঝাড়খণ্ড থেকে, তারাই ছিলেন গত ১৩ আগস্ট দুর্গাপুর পৌর নিগমের নির্বাচনের দিন ‘ভোটার’। প্রকৃত ভোটারদের ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশি টহলদারির বদলে ছিল নানা ধরনের এস.ইউ.ভি গাড়িতে বহিরাগত ‘অতিথি’দের কড়া ‘নজরদারি’। এদের ‘নজরদারি’ এড়িয়ে যে সব ভোটাররা ভোট-কেন্দ্রে পৌঁছাতে পেরেছিলেন, তাদের হয় আঙুলে কালি লাগিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় অথবা বুথের ভেতরে তৃণমূলের প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়। এমনকি বামফ্রন্টের প্রার্থীদেরও ভোট দিতে দেওয়া হয়নি।

কোলকাতা হাইকোর্ট দুর্গাপুর পৌর নিগমের নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার জন্য রাজ্য পুলিশকে নির্দেশ দিলেও ভোটের দিনে রাজ্য পুলিশ ছিল কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ। দুর্গাপুরের ভোটারদের অভিযোগ, পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় শাসকদলের সর্বাত্মক এই জালিয়াতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দুর্গাপুর জুড়ে তীব্র জনমত তৈরি হয়েছে। তাই হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুর পৌর নিগমের পুনঃনির্বাচনের দাবিতে ‘সেভ ডেমোক্র্যাসি’-র ডাকে এদিনের

—এরপর চারের পাতায়

দেবেন লাহিড়ী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ আগস্ট : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ীর জীবনাবসান ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন সিপিআই(এম) নেতা মদন ঘোষ, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির রাজ্য সম্পাদক অনুপ সরকার, নতুন চিঠি পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। তিনি তাঁর দেহ দান করার অঙ্গীকার করেছিলেন। পরদিন তাঁর মরদেহ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেওয়া হয়। দেবেন্দ্রকুমার লাহিড়ী বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কোড়কদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি সিপিআই(এম) দলের সদস্যপদ অর্জন করেন। ৭০-এর দশকে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের সময় কুড়মুন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ থেকেই শুধু নয়, বাড়ি থেকেও বিতাড়িত হয়েছিলেন। সেই সময় তিনি কিছুদিন নদিয়ার শামসেরপুর ভূপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

দুর্গাপুরে রণদিভে ভবনে সদর্পে উড়ল রক্তপতাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ১৫ আগস্ট : শ্রমিক সহ দলে দলে সাধারণ মানুষ জড়ো হয়ে রণদিভে ভবনে আবারও সদর্পে উড়িয়ে দিল রক্তপতাকা।

গত ৭ আগস্ট দুর্গাপুর পৌর নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা আচমকা হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউয়িন (সি.আই.টি.ইউ) ও স্টিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (সি.আই.টি.ইউ) দফতর রণদিভে ভবনে (১নং বিদ্যাসাগর এভিন্যু) ভাঙচুর-লুঠপাঠ চালায়, লাল ঝাণ্ডা খুলে লোপাট করে, বোর্ড খুলে নেয় ও তৃণমূলের পতাকা লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ট্রেড ইউনিয়নের সর্বক্ষণের কর্মী এবং ৭নং ওয়ার্ডে সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী স্বপন সরকার পৌঁছালে তাকে তৃণমূলীরা মারধোর করে। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য যে দুর্গাপুর বাঁচাতে, অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচাতে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বাঁচাতে এবং মোদি সরকারের নির্দেশে রাষ্ট্রয়াত্ত ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সেইলের বিশেষ ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট, সালেম ও ভদ্রাবতী স্টিল প্ল্যান্ট-এর বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করার জন্য হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও স্টিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (সি.আই.টি.ইউ)এর শয়ে শয়ে সদস্য নিজেদের টাকা-পয়সা খরচ করে ওই দিন ট্রেন যোগে দিল্লি রওনা

—এরপর তিনের পাতায়

অসহায় আশ্রয়হীন পরিবারের পাশে নেই তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৩ আগস্ট : ভাগীরথীর ভয়াবহ ভাঙনে এগারোটি পরিবার গৃহহীন। অসহায় আশ্রয়হীন মানুষের কথা কে শুনবে। উদাসীন সেচদপ্তর, পঞ্চায়েত। জানলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন।

পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের তামাঘাটা গ্রামে ভাগীরথী নদীতে ভাঙনের খবর পেয়ে আশ্রয়হীন, অসহায় মানুষের কাছে যান স্থানীয় বিধায়ক—প্রদীপকুমার সাহা। এগারোটি পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তারা যাতে সব রকমের সরকারি সাহায্য পেতে পারে—সে বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন বলে গ্রামবাসীদের জানালেন। তিনি বলেন—সেচদপ্তরকে ভাঙনের ভয়াবহতার কথা জানানো হয়েছে। পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের বিডিওকে জানানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি অর্থিকভাবে যাতে ক্ষতিপূরণ পায় তার জন্যও তিনি কথা বলবেন।

ভাঙনের খবর পেয়ে গ্রামের স্থানীয় সিপিআই(এম) পার্টির কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত

—এরপর তিনের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৭

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।

অর্ডার পাঠান ৩১ আগস্ট-এর মধ্যে

আমাদের mail id :
weeklynatunchithi@gmail.co,
dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২১ আগস্ট, ২০১৭

কোথায় প্রশাসন!

উত্তরে প্রশাসন উধাও, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বন্যার প্রকোপ কিছুটা কমলেও বানভাসি মানুষের হাহাকার থামেনি। আশ্রয়শিবিরগুলিতে মানুষের জটলা, শিশুদের কান্না আর সব হারানোর বেদনা মিলে মিশে একাকার। মানুষের আশ্রয় এখন খোলা আকশের নিচে রেললাইন। সেখানেও সমস্যা। বহু জায়গায় রেললাইন বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। কোথাও বোল্ডার ও বালির বস্তা দিয়ে সামাল দেবার চেষ্টা চলছে। বহু ট্রেন বাতিল, বিশেষ করে দূরপাল্লার। ত্রাণের জন্য পুলিশের গুলি, ত্রাণ ছিনতাই, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এমনকি ত্রাণের জন্য শাসক দলের নেতার মার খাওয়া—সব ঘটনাই ঘটছে। রাস্তায় আটকে আছে সারি সারি পণ্যবোঝাই লরি। কোথাও রাস্তার উপর জল বইছে, রাস্তা খানা-খন্দে ভরা। হুহু করে বাড়ছে মাছ-সহ সবজির দাম।

সরকারি অব্যবস্থা ও অস্বচ্ছতার জন্য, ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি ও দলবাজির অভিযোগ, মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। এ রাজ্যে পঞ্চায়েত ও পৌর ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার যে ব্যবস্থা ছিল বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে, বর্তমান সরকার তা অকেজো করে ত্রাণ নিয়ে রাজনীতির ঘৃণ্য খেলায় মেতেছে। কোথায় ত্রাণ পাওয়া যাবে, কে ত্রাণ দিচ্ছে বা কী পাওয়া যাবে। কোনো হালহকিতের বিবরণ কোথাও নেই। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বেনিফিসিয়ারি তালিকা তৈরি করে এখন সামগ্রী বন্টনের যে পদ্ধতি মানুষ আগে থেকে জানতে পারতেন কোথায় কী পাওয়া যাবে, কবে পাওয়া যাবে সেসব বর্তমান সরকারের আমলে দুঃস্বপ্ন।

এরই মধ্যে পাহাড়ে বিস্ফোরণ নিয়ে বাড়ছে ধোঁয়াশা। ধারাবাহিক বিস্ফোরণের নেপথ্যে কারা— পুলিশ জানতেও পারছে না, কাউকে গ্রেপ্তারও করতে পারছে না। শান্তি কবে ফিরবে—ত্রিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য টালবাহানায় পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। লাগাতার অচলাবস্থায় পাহাড়ের জনজীবন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ডুয়ার্সে বন্যার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত অরণ্য। অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে বন্যাপ্রাণীরা। উত্তরবঙ্গের কৃষিক্ষেত্র দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ— কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের মুখে কুলুপ। স্বাভাবিকভাবেই স্পষ্ট হয়েছে বন্যার উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। উদ্ধার ও ত্রাণকার্যে এন ডি আর এফ, সেনা, হেলিকপ্টার ইত্যাদি ব্যবহার হয়নি। নৌকা বা স্পিড বোটের ব্যবস্থা থাকলে অন্তত দুর্গম এলাকার মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেতেন। এরই মধ্যে চাঁচলে উদ্ধার হয়েছে দুই শিশু সহ এক কিশোরের মৃতদেহ। ধূপগুড়িতে জলঢাকা নদীতে ভেসে যাওয়া পরিমল রায় এখনও নিখোঁজ। মানুষের বুকচাপা কান্না এখন ক্রোধের আগুনে জ্বলছে।

শিশুসাহিত্য সংসদের বার্ষিক অধিবেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ আগস্ট, বর্ধমান : নিখিলভারত শিশু সাহিত্য সংসদ পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা শাখার ১৮তম বার্ষিক অধিবেশন 'জাগরি' সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল। সভাপতি সনৎ ভট্টাচার্য স্বাগত ভাষণ দেন। প্রতিবেদন পেশ করেন পরিতোষ কুরি।

অধিবেশনে শিশুসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ আদিত্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই শিশুসাহিত্যিকরা কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অন্নদাশংকর রায়কে স্মরণ করে তাঁদের কবিতা তুলে ধরেন। প্রতিবেদনের উপর ১০ জন কবি সাহিত্যিক আলোচনায় অংশ নেন। দ্বিতীয় পর্বে শিশুদের কবিতা পাঠ সহ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. দূরদর্শনে ছবি দেখানোর কৌশল কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম?
২. 'লেডি অব দ্য ল্যাম্প' কাকে বলা হতো? তাঁর কবে মৃত্যু? জন্ম কবে?
৩. কোন বিজ্ঞানী রসায়ন শাস্ত্রে দু'বার নোবেল পান? কোন কোন সালে? তাঁর জন্ম কবে?
৪. কিউবা বিপ্লবের নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল কাস্ত্রো কবে জন্মান? মৃত্যু কবে?
৫. ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাকিস্তান কবে স্বাধীনতা লাভ করে? পাকিস্তান নামটি কে দিয়েছিলেন?
৬. ভারতের কোন প্রাক্তন প্রধামন্ত্রীকে পাকিস্তান সরকার 'নিশান-ই-পাকিস্তান' সম্মানে ভূষিত করে? কবে?
৭. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান কবে রাশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল?
৮. ভারত যখন স্বাধীন হয় তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? পরবর্তী ও শেষ গভর্নর জেনারেল কে হন?
৯. ১৫ আগস্ট কোন কোন দেশের স্বাধীনতা দিবস?
১০. বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান কবে কাদের হাতে সপরিবারে নিহত হন?
১১. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' প্রথম প্রকাশের জন্য কবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়?
১২. 'গ্রেট ক্যলকাটা কিলিং ডে' বলতে কোন তারিখকে বোঝানো হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

'ক্যাপিটাল'-এর দেড়শো বছর

তপোময় ঘোষ

১৬ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ। ঠিক দেড়শো বছর আগে, এই দিনে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কার্ল মার্কস তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' বা 'পুঁজি'র প্রথম খণ্ডটি লিখে শেষ করেন। সেই হিসাবে এ বছর, ২০১৭ সালটি 'ক্যাপিটাল'-এর দেড়শো বছর। কোনো ঘটনার শতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষ, দ্বিশতবর্ষ, ইত্যাদি পালনের সুবিধা হচ্ছে কোনো ঘটনা বা কোনো যুগপুরুষের সময়-সাপেক্ষ পুনর্মূল্যায়নে সুবিধা। লেখার বিষয় অর্থাৎ কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা এবং জ্ঞান কোনোটাই এই লেখকের নেই। বর্তমান আলোচনাটি মূলত প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য নিয়ে।

এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য : প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রবক্তা কার্ল মার্কসের মধ্যে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। ডারউইনের লেখা 'ডিসেন্ট অফ ম্যান' বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে। তার দু'বছর পরে 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের একটি কপি ডারউইনকে পাঠানোর আগে মার্কস বইয়ের পাতায় লিখে দিলেন, 'মিস্টার ডারউইন, আপনার একান্ত গুণগ্রাহী কার্ল মার্কস। লন্ডন, ১৬ জুন, ১৮৭৩।'

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর ডারউইন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মার্কসকে চিঠি লিখে উত্তর দিলেন।

"প্রিয় মহাশয়,

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থটি আমাকে পাঠিয়ে আপনি আমার প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন আমি তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আন্তরিকভাবে বলছি, আমি এই গ্রন্থ প্রাপ্তির যোগ্য নই। রাজনৈতিক অর্থনীতির মতো জটিল ও গভীর বিষয়ে আমার জ্ঞানগম্যি নেই। যদিও আমাদের চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্র আলাদা, আমি বিশ্বাস করি আমরা দু'জনেই জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করে চলেছি। কোনো এক আগামী দিনে আমাদের এই কাজ মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে।

আপনার বিশ্বস্ত
চার্লস ডারউইন

বলতে চাইছি, স্বয়ং ডারউইনের মতো পণ্ডিতপ্রবর বিজ্ঞানী যেখানে 'ক্যাপিটাল'-এর মতো 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র জটিলতা বুঝতে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন, তখন আমাদের এই চর্চা হয়ত 'স্পর্ধা' হয়ে কারো কাছে উৎকট লাগতেও পারে। কিন্তু যেহেতু বছরটা ২০১৭, যা ইতোমধ্যেই কার্ল মার্কসের দ্বিশতবর্ষ, নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ এবং আমাদের রাজ্যের একটি বামপন্থী আন্দোলনের অর্ধশতবর্ষ হিসাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তাই এই স্পর্ধা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ তিনটি ধারা হল : জার্মান দর্শন, ইংরেজ অর্থনীতি এবং ফরাসি গণতন্ত্রের তত্ত্ব। মার্কস এই তিনটি ধারাকে আত্মস্থ করেছিলেন নিজের মেধা-মনন-মনীষা দিয়ে। বস্তুবাদী জার্মান দর্শন তো ছিলই, তার দ্বান্দ্বিকতাও ছিল ভাববাদের সঙ্গে যুক্ত। মার্কস এসব উপাদানকে সংশ্লেষ করে একটি সুসংহত দার্শনিক তত্ত্বে উন্নীত করলেন। এই দর্শন হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদই সর্বপ্রথম মানব সমাজ তথা সভ্যতার বিকাশের ধারাটি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করল। এই বিকাশের ধারাতেই আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজ পর্যন্ত উত্তরণের ব্যাখ্যা দিলেন স্বয়ং কার্ল মার্কস।

পুঁজিবাদের ব্যাখ্যায় 'ক্যাপিটাল' ছিল একটি অপরিহার্য কাজ। মার্কস তাই কঠিন পরিশ্রমী গবেষণা করে এই মহাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক মজুরি হিসাবে যা পুঁজিপতি মালিকের কাছ থেকে পায় তা শ্রমশক্তির মূল্য—শ্রমের নয়। শ্রমের মূল্য ও শ্রমশক্তির মূল্যের ফারাক দেখিয়ে মার্কস 'উদ্বৃত্ত মূল্য' বা সারপ্লাস ভ্যালু হিসাব করে দেখালেন। শ্রমিককে মজুরি কম দেওয়াই এই সারপ্লাস ভ্যালুর বা উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস। এই মূল্য সংগ্রহ মানেই মুনাফা অর্জন। পুঁজি হল শ্রমিকের জমাট-বাঁধা শ্রম। এইসব তত্ত্বের বিশ্লেষণ ও গাণিতিক প্রমাণই 'পুঁজি' গ্রন্থের বিষয়। এবং তা অবশ্যই জটিল। প্রথম খণ্ডের বিষয় পুঁজি উৎপাদনের প্রক্রিয়া, দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় পুঁজি সঞ্চালনের প্রক্রিয়া, তৃতীয় খণ্ডের বিষয় পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রক্রিয়া।

এই গ্রন্থের প্রথম জার্মান সংস্করণের পূর্বাভাষ বা ভূমিকায় মার্কস এই বইয়ের কাঠিন্য স্বীকার করে লিখেছেন, "...প্রত্যেকটি প্রারম্ভই দুরূহ, একথা সমস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই প্রথম অধ্যায়টি, বিশেষ করে, পণ্যের বিশ্লেষণ সংক্রান্ত অংশগুলি, অনুধাবন করা সবচেয়ে কঠিন।" সত্যিই কঠিন। বাংলা অনুবাদেই কঠিন, তো মূল জার্মানি বা ইংরাজি তর্জমা! আগেই স্বীকার করেছি এই 'মহাগ্রন্থ' নয়, তার প্রকাশকালটাই আলোচ্য।

আমরা যারা মূল 'দাস ক্যাপিটাল' বুঝতে পারবো না, তারা কি তার আশপাশেও ঘুরতে ফিরতে পারব না? সে প্রসঙ্গে পরে আসবো। এখন দেখি সেই ক্ষণ-মূহূর্তটা।

১৮৬৭ সালের ১৬ আগস্ট রাত দুটোর সময় কার্ল মার্কস তার অনন্য সৃষ্টি 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড লেখা শেষ করেন। অর্থনীতি বিষয়ে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অধ্যয়নের ফল অবশেষে লিপি-রূপ পায়। আগস্ট মাসের ১৬, মধ্যরাতে তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে লেখা একটি চিঠিতে এই সুখবরটা দিয়ে বলেন, "এইমাত্র বইয়ের শেষ প্রুফের পাতাটি (৪৯) সংশোধন করে শেষ করলাম। ...তাহলে এই খণ্ডটি শেষ হল। শেষ যে হয়েছে তা একমাত্র তুমি ছিলে বলেই। তিনটি খণ্ডের বিরাট কাজ হয়ত করে উঠতে পারতাম না যদি না আমার জন্যে তুমি এতখানি আত্মত্যাগ করতে। আমার আলিঙ্গন নাও, এই গ্রন্থ সূচিত করবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিগত বিজয়।"

আমার প্রিয়, একান্ত প্রিয় বন্ধু তোমাকে অভিনন্দন।

তোমার
কে. মার্কস

মার্কস আশা পোষণ করেছিলেন, যত মূল্যই দিতে হোক না কেন, শ্রমিকশ্রেণি মানুষকে মুক্ত করবে, শোষণ ও নির্যাতন থেকে, ক্ষুধা ও যুদ্ধ থেকে। সেই লক্ষ্যসাধনেই উৎসর্গীকৃত বইটির জার্মান ভাষায় প্রথম প্রকাশ ঘটে তার একমাস পর, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭ তারিখে।

কিন্তু মার্কস তথা তাঁর সাম্যবাদী তত্ত্বের বিরোধীরা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ভয়ে নীরব থাকেন। তাঁরা 'নীরবতার ষড়যন্ত্র'-এ লিপ্ত হন। কিন্তু মার্কসের বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের পাল্টা উদ্যোগে, সেই ষড়যন্ত্র অচিরেই ভেঙে যায়। পরবর্তীকালে জার্মানি, ইংল্যান্ড ও রাশিয়ায় এই বইয়ের শত শত কপি বিক্রি হয়ে পৃথিবীর 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র ইতিহাস বদলে দেয়। সূচিত হয় ধনবিজ্ঞান আলোচনার অন্য দিক।

নীরবতার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মার্কসের শুভানুধায়ীরা চারদিকে প্রচুর সমালোচনা বা 'রিভিউ' লেখেন। এঙ্গেলস তো ছদ্মনামেও লেখেন। একটি 'রিভিউ'-তে এঙ্গেলস লেখেন : "ধনবিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে শ্রম হল সকল সম্পদ ও মূল্যের উৎস। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, তাহলে এই ব্যাপারটির সঙ্গে কী করে মেলানো যায় এই ঘটনা যে মজুরি-খাটা শ্রমিক তার শ্রম দিয়ে যে মূল্য সৃষ্টি করে তার পুরোটা পায় না, তার একটা অংশ সমর্পণ করতে হয় পুঁজিপতিকে? বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতন্ত্রী উভয়েই এই প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত জবাব দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারেননি, অপেক্ষা করতে হয়েছে মার্কসের জন্য। এবং অবশেষে মার্কস 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে উদ্ভাবন করেছেন সেই প্রক্রিয়াকে যার দ্বারা মুনাফা সৃষ্টি হয়েছে একেবারে তার জন্মস্থানে এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি সবকিছু স্পষ্ট করে দিয়েছেন।"

স্পষ্টতই 'ক্যাপিটাল' বা পুঁজি এখনো পৃথিবীর শত শত মানুষের প্রিয়, এবং অপরিহার্য বই। আর তার স্রষ্টা কার্ল মার্কস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। এই অভিধা আমাদের দেওয়া নয়, পৃথিবীবিখ্যাত মিডিয়া বি.বি.সি-র দেওয়া। কীভাবে?

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ। বছর শেষ হলে পৃথিবী বরণ করবে এক নতুন শতাব্দী তথা সহস্রাব্দকে। বি বি সি তার শ্রোতাদের জানালো, "বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষা নির্বাচন করুন।" সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা, অক্টোবর মাসে ফলাফল। শ্রোতৃবৃন্দ তাদের বিচারবুদ্ধি ও পছন্দ অনুযায়ী অভিমত জানালেন। ফলাফলে দেখা গেল, কার্ল মার্কস সকলের শীর্ষে। প্রথম দশ সেরা মনীষীর নাম জানিয়েছিল বিবিসি। মার্কসের পর যাঁদের নাম এসেছে তাঁরা হলেন আইনস্টাইন, নিউটন, ডারউইন প্রমুখ।

মার্কস তবে পরিত্যাজ্য, বাতিল নন। এই একবিংশ শতকেও? ২০১১ সালে লেখা 'সুখে থাকা' নামক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্প থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করব। সোভিয়েত-পরবর্তী তো বটেই, উদার অর্থনীতির যুগে গল্পের এক নায়ক তার ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে যাওয়ার আগে পুরনো ভাড়াবাড়িতে থাকা বইগুলি স্মৃতিকাতরতাবশত নিয়ে যেতে চাইছে। তার স্ত্রী প্রশ্ন করছে, তুমি এই বইগুলো নিয়ে কী করবে?

"... যে বইগুলোর দিকে মাধবীর আঙুল তাক করা ছিল, সেগুলো হচ্ছে ডাস ক্যাপিটাল, রাষ্ট্র ও বিপ্লব, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব কী ও কেন, বিশ্ব জুড়ে শ্রেণিসংগ্রাম, সোভিয়েত রাশিয়ার জয়যাত্রা...।

"আমি একটু বেকায়দায় পড়লাম। ...সত্যি কথা বলতে এইসব বইগুলো বহুদিন ধরে খোলাই হয়নি। এক সময় কিনেছিলাম, কিনতাম এইসব বইপত্তর। এইসব বইপত্তরের মধ্যে স্বপ্নরা বসে থাকত। ডাস ক্যাপিটালটা কোনদিন পড়িইনি; কয়েকদিন পাতা উল্টে দেখেছি। শুধু ঘরের আলমারিতে ছিল। যেন একটা ভালো জিনিস আছে।...

"নায়ক বইগুলোর ধুলো মুছতে থাকে। তার মনে পড়ে পুরনো কিছু মানুষদের কথা, যারা এইসব বই পড়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

"চাঁদিদা কিডনির অসুখে মারা গেছেন। ডায়ালিসিস হয়নি একবারও। টাকাপয়সা ছিল না। রণেনদার এখন পঁচাত্তর বছর বয়স। বিয়ে করেননি। পার্টি ছেড়েছেন বহুদিন, ভাইপোর সংসারে জবুথবু। বিকাশদার ছেলে অবশ্য চাকরি করে। বলে, রাশিয়ার সেটব্যাক হয়েছে বলে তোমরা মনে কোরো না সব গেছে। থিওরিটা বেসিক্যালি রাইট। সোস্যালিজম মাস্ট কাম। তবে আমরা দেখব না।

"আমি বুঝি না বাপু। তেমনভাবে পার্টি-টার্টি করিনি কোনোদিন। একটু

—এরপর চারের পাতায়

দেশ ও সমাজ

সদানন্দ চক্রবর্তী : মনীষী অনন্যসাধারণ

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

শেক্সপীয়র বিশারদ হিসাবে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সুবিদিত। অ্যাটলন্টিকের উভয় প্রান্তেও তাঁর সশ্রদ্ধ পরিচিতি। এক বিদ্যোৎসাহী প্রশাসক অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় একবার শেক্সপীয়র রচিত নাটকগুলির আদর্শ সংস্করণ প্রকাশে আগ্রহী হন এবং অধ্যাপক সেনগুপ্তকে সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করা হয়। অধ্যাপক সেনগুপ্ত তাঁর কয়েকজন কৃতী প্রাক্তন ছাত্রদের এই কাজের দায়িত্ব দিলেন, যদিও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তাঁর নিজের নামেই বইগুলি প্রকাশ পেল। প্রকাশিত হল পাঁচটি নাটক : Macbeth, Othello, Richard II, Julius Caesar, The Tempest এবং এদের মধ্যে Macbeth-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও টীকা-টিপ্পনি সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত হল। গুণীজন যেমন মুগ্ধ হলেন আলোচনার অভিনবত্বে ও রচনাশৈলীর অনবদ্যতায়, তেমনই বীক্ষণের মৌলিকতাও প্রশংসিত হল সাধারণ পাঠকসমাজে।

অধ্যাপক সেনগুপ্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে প্রায়ই আমন্ত্রিত হতেন বিপুলভাবে। বিদগ্ধ পণ্ডিতটি তাঁর স্মৃতিকথা 'তেহি ন দিবসা' গ্রন্থে লিখেছেন—ছাত্রের নেপথ্য কৃতিত্বে আমি যখন অভিসিঞ্চিত হতাম তখন আমার দুচোখ বিমুগ্ধ অশ্রুতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। সেই অলক্ষ্যচারী যশ-বিমুখ প্রতিভাধর প্রকৃত সম্পাদকটির নাম সদানন্দ চক্রবর্তী। যিনি উত্তরকালে অধ্যাপনার অসামান্যতায় হয়ে উঠেছিলেন প্রবাদপুরুষ, অকৃপণ ছাত্র-বাৎসল্যে মহর্ষি।

হুগলি মহসীন কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় তখন বৃত ছিলেন সদানন্দ চক্রবর্তী। তাঁর ক্লাসে প্রায় নিয়মিত দেখা যেত এক বর্ষীয়সী মহিলা বসে আছেন পিছনের একটা বেঞ্চে। অধ্যাপক ব্যাপৃত আছেন 'হ্যামলেট' প্রহেলিকার গ্রন্থি-মোচনে। কে কোথায় বসে আছে সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। তিনি অনর্গল আলো ফেলে চলেছেন অফেলিয়ার অবিচক্ষণ সরলতার অপাপবিদ্ধ আচরণে, রাজমহিষীর পাপ-দগ্ধ জননীসত্তার দুর্মর রুদ্ধ-রোদনে, ডেনমার্ক যুবরাজের খণ্ডিত সংবেদনের অন্তহীন সংঘাতে, তৃষিত প্রেত-পিতার অলক্ষ্য প্রতীক্ষায়। প্রতিটি ভাষণে তিনি উন্মোচন করে চলেছেন হ্যামলেট উপাখ্যানের অলি-গলির আলো-আঁধার।

কোনো এক কৌতূহলী ছাত্র সেই বয়সী মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করে—আপনি আমাদের কলেজের ছাত্রী নন, অথচ এস.সি স্যারের ক্লাস শুনতে আসেন নিয়মিত, কেন বলুন তো?

মহিলাটি নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন : আমি পার্শ্ববর্তী একটি মহিলা কলেজের ইংরাজির অধ্যাপিকা। আমি এস.সি স্যারের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর পড়ানো শুনতে এসেছিলাম; বলতে দ্বিধা নেই— মনে সংশয় নিয়েই এসেছিলাম, এসেছিলাম তাঁর জনপ্রিয়তার বহর মাপতে। কিন্তু প্রথম দিনই তাঁর ভাষণ শুনে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আমিও প্রেসিডেন্সিতে পড়েছিলাম, তারপর দীর্ঘ কুড়ি বছর অধ্যাপনা; কিন্তু 'হ্যামলেট'-এর এমন বিশ্লেষণ, উদ্ঘাটন—আমি অন্য কোথাও পাইনি, না কোনো গ্রন্থে, না কোনো পণ্ডিতের আলোচনায়। আমি তাঁর অবগতির বাইরে থেকেও তাঁরই এক গুণগ্রাহী ছাত্রী।

তখন ভারতে ব্রিটিশ শাসন অস্তমিত। তথাপি দেশীয় রাজ-আমলাদের প্রতাপের বিলাতিয়ানা কম ছিল না। বর্ধমান বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার এমনই একজন ব্যক্তি। সবিশেষ কৃষ্ণাঙ্গ হলেও তিনি নিজেকে পূর্ববর্তী শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের স্বগোত্রীয় বলে ভাবতে ভালোবাসতেন।

১৯৫২ সাল। দেশজুড়ে সাধারণ নির্বাচন। অধ্যাপক সদানন্দ চক্রবর্তীকে করা হয়েছিল হুগলির কোনো এক ভোট কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বধায়ক। নীতিগত একটি প্রশ্নে কমিশনার

মহোদয়ের সঙ্গে দেখা দিল তাঁর মতানৈক্য। কমিশনার চান অযৌক্তিক হলেও তাঁর আদেশ নতজানু হয়ে পালন করতে হবে তরুণ অধ্যাপকটিকে। কিন্তু অধ্যাপকও অন্যায় আদেশের দাসত্ব করার জন্য প্রস্তুত নন। এর ফলে দেখা দিল তুমুল বাক-বিতণ্ডা, এবং পরিশেষে কমিশনার প্রয়োগ করলেন তাঁর অস্ত্রাগারের একটি বিষাক্ত বিস্ফোরক : চাকরিতে বদলির পরোয়ানা—হুগলি থেকে দার্জিলিং।

আদর্শবাদী অধ্যাপক পত্রপাঠ জানালেন—দার্জিলিং-এর হিমশীতল পরিমণ্ডল আমার বৃদ্ধা জননীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। আমাকে অন্যত্র বদলি করা হোক।

কিন্তু প্রতিশোধ-পরায়ণ কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল— দার্জিলিং-এই আপনাকে যেতে হবে, বিকল্প অসম্ভব।

মা'কে কোথায় ফেলে যাবেন অধ্যাপক? চাকরির স্বার্থে তিনি কি বিসর্জন দেবেন মায়ের শারীরিক নিরাপত্তা? সদানন্দ চক্রবর্তী দ্বিধাশূন্য চিত্তে জানিয়ে দিল— দার্জিলিং নয়, পরিবর্তে আমার ইস্তফা।

সাধারণভাবে চাকরির পিছনে মানুষ ছোটে, চাকরি-প্রাপ্তির জন্য চলে প্রাণপণ প্রস্তুতি, নির্নিমেষ প্রত্যাশা। কিন্তু এই সংসারে ক্ষণজন্মা কিছু মানুষ আছেন যাঁরা চাকরি খোঁজেন না, চাকরি তাঁদের খোঁজে।

হুগলি কলেজ থেকে চাকরি ছেড়ে চলে এলেন অধ্যাপক চক্রবর্তী। এই সংবাদ পৌঁছে গেল তাঁর এক প্রাক্তন শিক্ষকের কাছে। তিনি দেবোপম শিক্ষাবিদ ভূজঙ্গভূষণ মিত্র, বর্ধমান রাজকলেজের উপাধ্যক্ষ। ছুটলেন তিনি— রানিগঞ্জে, সদানন্দের স্থায়ী বসত। প্রার্থনা জানালেন প্রাক্তন ছাত্র সদানন্দের মাতৃদেবীকে : আপনি অনুমতি দিন, আমি সদানন্দকে বর্ধমান রাজ কলেজে নিয়ে যেতে চাই, সেখানেই সে পড়াবে।

মিত্রমশায় অনুমতি পেলেন, বর্ধমান রাজকলেজ পেয়ে গেল সদানন্দ চক্রবর্তীকে। সেখানে কয়েক বছর কাজ করার পর আবার ডাক এল। এবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা থেকে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানালেন : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ইংরাজি পড়ানো হয়, অথচ সেখানে সদানন্দ নেই—অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়।

কথাটার সারবত্তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উড়িয়ে দিতে পারলেন না। সুতরাং আবার আহ্বান— তোমাকে চাই। সদানন্দের সারস্বত প্রতিভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণী-মন্দির, ধন্য হল গ্রামবাংলার বিদ্যাভিলাষী অজস্র ছাত্র-ছাত্রী।

ইংরাজিতে বায়োগ্রাফি, বাংলায় জীবনী। এটি একটি দুরূহ কথাশিল্প, একাধারে সাহিত্য ও ইতিহাস। কল্পনার অনুগ্রহ ছাড়া সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। আবার কল্পনার দাপটে আহত হতে পারে ইতিহাসের তথ্যময়তা। বানিয়ে বলার বাণীবিগ্রহের নামই সাহিত্য, আর বাস্তবের অনুপুঙ্খ অনুসরণই ইতিহাস। জীবনী এমন ধরনের সাহিত্য যেখানে ইতিহাসের প্রামাণিকতার সঙ্গে কল্পনার নিবিড়-বিশুদ্ধ প্রেম।

দুই ধরনের বিচ্যুতি দেখা যায় অধিকাংশ তথাকথিত জীবনী-গ্রন্থে : (এক) সাধুবাদের বল্গাহীন আধিক্য, আলোচ্য ব্যক্তিকে নিয়ে অতিশয়োক্তিময় গুণগান। একেই বলে idolatry, বিগ্রহ-বন্দনা। (দুই) আলোচ্য ব্যক্তির চরিত্র-হনন, অন্ধ আক্রোশ-প্রসূত নিন্দাবাদ, যার নাম iconoclasm, বিগ্রহ-চূর্ণীকরণ।

সার্থক জীবনী-সাহিত্য বিরলদৃষ্ট। ইংরেজ লেখক লিটন স্ট্র্যাচি এমন কঠিন অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক হয়েও সাহিত্যের বরপুত্র। তাঁর রচনায় না আছে অতিভক্তি, না আছে ভিত্তিহীন অপকথন।

এমনই আর একজন সার্থক জীবনীকারের নাম সদানন্দ চক্রবর্তী। ইংরাজিতে লেখা তাঁর জীবনী-গ্রন্থ 'Our Master Sri Sri Sitaramdas Omkarnath'। যাঁকে নিয়ে এই রচনা তিনি ধর্মজগতের এক মহাসাধক। কিন্তু লেখক এমনভাবে তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন যে সেখানে না আছে দায়িত্বহীন অতিকথন, না আছে তরলআবেগের উচ্ছ্বাস। বরং সাধক-প্রবর সীতারামের বিচিত্রমুখী মহত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও শৈল্পিক সংযমে। গুরুকথা কোনো অর্থেই গুরুদেবের অসাবধানী স্তুতিকীর্তন নয়।

সাহিত্যে প্রকৃত বিচারে কথার ভাস্কর্য। লেখক সদানন্দ চক্রবর্তী ইতিহাসকে দিয়েছেন ভাস্কর্যের মহিমা, গুরু-আলেখ্য রচনায় পালন করেছেন মাত্রাবোধের বিস্ময়কর কৃচ্ছ্রতা। তিনি ভারতীয় জীবনী-সাহিত্যের লিটন স্ট্র্যাচি।

সায়নী দাসকে সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২০ আগস্ট : কীভাবে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হয়েছেন সায়নী দাস সেই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন কিশোরবাহিনীর কচিকাচাদের। কিশোর বাহিনীর প্রাক্তনী সায়নী প্রেরণা পেয়েছিলেন বিখ্যাত সাঁতারু মাসাদুর রহমানের কাছ থেকে। কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কীভাবে তিনি লক্ষ্যে পৌঁছলেন সেই কথাই তুলে ধরলেন এদিন সাধুমতী বালিকা বিদ্যালয়ে। এদিন কিশোরবাহিনীর রাজ্য কার্যকরী পরিষদ ও বর্ধমান জেলা কার্যকরী পরিষদের উদ্যোগে সায়নীকে সংবর্ধিত করা হয়। তাঁর হাতে স্মারক তুলে দেন কিশোর বাহিনীর রাজ্যের মুখ্য সংগঠক পীযুষ কর। এছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অঞ্জু কর, সংগঠনের রাজ্য সংগঠক ধীরেন সুর, সায়নী দাসের বাবা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নমিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

—প্রথম পাতার পর

পরিবারের পাশে নেই তৃণমূল

অসহায় পরিবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাদের ঘরের জিনিসপত্র বার করে আনেন। যেটুকু পেরেছেন তাদের খাবার দাবার পৌঁছে দিয়েছেন।

তামাঘাড়া, মাঝের পাড়া, কুণ্ডুপাড়া, সরকার পাড়ার মানুষের চোখে মুখে আতঙ্ক। কী করবেন বুঝতে পারছেন না কেউ। এই বিপর্যয়ের সময় সিপিআই(এম) কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ২০০ মিটার এলাকা জুড়ে ভাগীরথীর ভয়াবহ ভাঙন। অসহায় মানুষ দেখছে তাদের পাশে নেই তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান। পঞ্চায়েত কোনো সদস্য খবর পেয়েও আসেনি।

স্থানীয় মানুষ বিমল সরকার, শ্রীধর সরকার, মহাদেব সেন, শিবনাথ সেন-রা অভিযোগ জানালেন বিডিও থেকে প্রশাসনের কর্তা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সবাইকে জানানো হয়েছে।

অথচ এঁরা ভোটের আগে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। প্রথমে নদীর ভাঙন রোধের ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। ভোট হয়ে গেছে— এখন সব ভুলে গেছে। তাঁরা কোনো প্রতিশ্রুতি রাখেননি। তামাঘাটার মাঝের পাড়ায় কুণ্ডু পাড়া, সরকার পাড়ার বাসিন্দারা এখন অসহায় আশ্রয়হীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। আতঙ্কে গোটা গ্রাম। মহেশ্বর সরকারের স্ত্রী শংকরী সরকারের কথায়, বরাত জোরে বেঁচে গেছি, নইলে মেয়েদের নিয়ে ভাঙনে বাড়িঘরের সঙ্গে নদীগর্ভেই তলিয়ে যেতাম গোটা পরিবার।

সদর্পে উড়ল রক্তপতাকা

—প্রথম পাতার পর

দিয়েছিলেন। তাঁরা ৯ আগস্ট দিল্লিতে যন্তর-মন্তরে রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাতে শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের যৌথ মোর্চার (বি.এম.এস. ও তৃণমূল বাদে) পক্ষে সারা ভারতের ইস্পাত শ্রমিক-কর্মচারীরা বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দেন। এই অনুপস্থিতির সুযোগে স্থানীয় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা বি.টি রণদিভে ভবনে কাপুরষোচিত হামলা চালায়।

ঘটনা জানাজানি হতেই সমস্ত দুর্গাপুর জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। শ্রমিকদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। বিধানসভায় এই খবর পৌঁছাতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সিপিআই(এম) বিধায়ক রুনু দত্ত বিষয়টি বিধানসভায় উত্থাপন করলে স্পিকার বাধা দেন।

ইতিমধ্যে বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় সহ অন্যান্য পার্টি নেতৃবৃন্দ ইউনিয়ন দফতরে পৌঁছালে, প্রবল জনমতের চাপে পুলিশ-প্রশাসন নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয় এবং ইউনিয়ন অফিস দখল মুক্ত হয়।

আশ্চর্যের বিষয় বিটি রণদিভে ভবনের ঠিক উল্টোদিকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার বাংলো (২০ নং বিদ্যাসাগর এভিন্যু) তৃণমূল অবৈধভাবে দখল করে সেখানে নির্বাচনী দফতর বানিয়েছিল। অভিযোগ, আসানসোলের মেয়র ও তৃণমূলের নেতা জিতেন তেওয়ারির নেতৃত্বে এক দল কুখ্যাত কয়লা-মাফিয়া ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গ এখানে ঘাঁটি বানিয়ে দুর্গাপুর পৌর নির্বাচনের ভোট লুঠ করে। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আগাম রাজ্য প্রশাসন ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আসলে দুর্গাপুর নগর নিগম নির্বাচনে তৃণমূলের ভোট লুঠের প্রধান কেন্দ্র ছিল ২০ নং বিদ্যাসাগর এভিন্যুতে এই ঘাঁটি তৈরি করা।

গত ১৩ আগগট দুর্গাপুর নগর নিগম নির্বাচনের দিনে ১৫-২০ হাজার বহিরাগত তৃণমূলী সশস্ত্র দুষ্কৃতী রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে বিরোধী প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট ও ভোটারদের বুথে যেতে দেয়নি এবং অধিকাংশ বুথেই অবাধে ভোট লুট করেছে। এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্গাপুর ক্ষোভে ফুঁসছে।

এদিন সকালে বিটি রণদিভে ভবনে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ শ্রমিক নেতা ও হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ)-এর সভাপতি রথীন রায়।

এরপরে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সিআইটিইউ)-এর পক্ষে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন ইউনিয়ন-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রাক্তন রাজ্য সভার সাংসদ ও সি.আই.টি.ইউ-র সর্বভারতীয় নেতা জীবন রায় এবং স্টিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (সি.আই.টি.ইউ)-এর পক্ষে কালী সান্যাল। শহিদবেদীতে মাল্যদান করেন রথীন রায়, জীবন রায়, কালী সান্যাল, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, বিনয়েন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, সন্তোষ দেবরায় প্রমুখ।

সংক্ষিপ্ত ভাষণে জীবন রায় বিটি রণদিভে ভবনে তৃণমূলের হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত পরিচিত হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক চেতনা ও ঐক্যের প্রতীক। তাই বি.টি রণদিভে ভবনে নির্মম হামলা ও লুঠতরাজ চালিয়ে এবং ভোট লুঠ করে মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে তৃণমূল দল পতনের রাস্তায় হাঁটছে।

বামফ্রন্টের ডাকে রাজ্যব্যাপী ৭১তম স্বাধীনতা দিবসে দেশের ঐক্য, সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সম্প্রীতি রক্ষায় মানববন্ধন এবং স্বাধীনতা দিবসের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানও ইস্পাতনগরীতে বি.টি রণদিভে ভবনের সামনে পালিত হয়।

ক্ষতির ধাক্কায় আত্মঘাতী ভাগচাষি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৯ আগস্ট : ক্ষতিপূরণের টাকা শাসকদলের নেতা-কর্মীদের পকেট ভরালেও স্রেফ ক্ষতির ধাক্কায় আত্মঘাতী হলেন ভাতাড়ের ভাগচাষি। নাম কার্তিক মণ্ডল (৫৫)। বাড়ি কালিপাহাড়ি গ্রামে। ১৭ আগস্ট ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে দাঁড়িয়ে মহাজনের হাত থেকে মুক্তি পেতে কীটনাশক খেয়ে নেন কার্তিক। রাতেই হাসপাতালে মৃত্যু হয়। সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে জেনেও ছিল। কিন্তু সে ক্ষতিপূরণ তো তার জন্য নয়। সরকারি নিয়মে জমির মালিক পাবে ক্ষতিপূরণ।

গত বোরো মরশুমে কার্তিক মণ্ডল চুক্তিচাষে ৫ বিঘা জমি চাষ করে। পেশায় ক্ষেতমজুর। এভাবে চুক্তিচাষ করে সংসার একসময় ভালোই চলত। গত চার বছর ধরে লাভ হয়নি চাষে। গত বোরোতে ৩৫ হাজার টাকা দেনা হয়। পাওনাদারদের ক্রমাগত চাপ। তদুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঠ থেকে এক ছটাক ধানও ঘরে আনতে পারেনি। বিঘাপিছু দু হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে সরকার। ভাতাড় ব্লকে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে ওঠা কিষান মান্ডি কার্যত কৃষকের ক্ষতি ছাড়া কৃষকের কাজে লাগেনি এখনও। কেন না উন্নত বীজ যেটুকু তৈরি হচ্ছিল তা এখন বন্ধ। ফলে কিষান মান্ডি, ক্ষতিপূরণ, কৃষি মেলা কার্তিকের জীবনে কোনো কাজেই এল না। শুধুমাত্র ভাতাড় থানাতেই গত বোরো মরশুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিন জন ভাগচাষি আত্মঘাতী হয়। জেলাতে সংখ্যাটি হলো দশ। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে চলে যাওয়ায় তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে ও মেয়ে এখন অকুল পাথারে।

জেলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর পূর্ব বর্ধমান জেলাতে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে বোরো চাষ হয়। এর মধ্যে ১ লক্ষ হেক্টর জমি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্লকগুলি হলো ভাতাড়, বর্ধমান-১, বর্ধমান-২, জামালপুর, কেতুগ্রাম-১, কেতুগ্রাম-২, কাটোয়া-১, কাটোয়া-২, গলসি-১ ও ২ এবং মঙ্গলকোট প্রভৃতি। গত দু'মাস পরে ক্ষতিপূরণের ফর্ম বিলি শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবার একটা খয়রাতি। গ্রামে হুড়োহুড়ি শুরু হয়েছে শাসকদলের নেতা কর্মীদের। আত্মঘাতী কার্তিক মণ্ডলের মতো ভাগচাষিদের ক্ষতিপূরণ কে দেবে? না আবার বলা হবে, পারিবারিক কারণে আত্মঘাতী।

ইস্পাতনগরীতে বিশাল মিছিল

—প্রথম পাতার পর

মিছিলে দল-মত নির্বিশেষে ভোটদানে বঞ্চিত ভোটাররা যোগাদান করেন। নেতাজি ভবন থেকে চণ্ডীদাস বাজার পর্যন্ত এই মিছিল হয়। মিছিল শেষে চণ্ডীদাস বাজারে পথসভায় বক্তব্য রাখেন 'সেভ ডেমোক্র্যাসি'-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আহ্বায়ক অধ্যাপক চঞ্চল চক্রবর্তী। দুর্গাপুরের ভোট-লুটের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, দুর্গাপুরে ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার লড়াই-এর পাশে সারা রাজ্যের মানুষ। একই সাথে তিনি হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুর পৌর নিগমের পুনঃনির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন 'সেভ ডেমোক্র্যাসি'-র দুর্গাপুরের আহ্বায়ক রঞ্জিত মুখার্জী। মিছিলে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ-র সাথে যোগদান করেন দুর্গাপুর (পূর্ব)-র বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়।

পৌর নির্বাচনে তৃণমূলের বহিরাগত দুষ্কৃতীদের ভয়ংকর তাণ্ডব ও সর্বগ্রাসী ভোট লুঠের ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে সিপিআই(এম)-এর ডাকে এই নির্বাচন বাতিল ও কোলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে নতুন করে দুর্গাপুর পৌর নিগমের নির্বাচনের দাবিতে শহিদ বিমল দাশগুপ্ত ভবন থেকে গত ১৩ আগস্ট একটি বিশাল প্রতিবাদী মিছিল সিটি সেন্টারের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে ডিএমসি মোড়ে যায় এবং পথ অবরোধ করে। অবরোধকারীদের সাথে পুলিশের ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে যায়। পরে অবরোধ প্রত্যাহার করা হলেও সিপিআই(এম) বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় জানিয়েছেন যে দাবি মানা না হলে প্রয়োজনে জাতীয় সড়ক অবরোধ হতে পারে। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান (পশ্চিম) জেলার সাংগঠনিক কমিটির আহ্বায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী সহ নেতৃবৃন্দ।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুবদের মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ আগস্ট : রাজ্য ও কেন্দ্রে দুই জনবিরোধী সরকারের জমানায় সমাজের সমস্ত মানুষ শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় ও অধিকার রক্ষার প্রশ্নে কোনো লড়াই আন্দোলন যাতে করতে না পারে, তার জন্য কৌশলে মানুষের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করা হচ্ছে। মানুষের লড়াই-আন্দোলনকে দুর্বল করতেই সাম্প্রদায়িক তাস খেলা হচ্ছে। এই তাস এখন দুই সরকারেরই হাতে। সাম্প্রদায়িকতার এই কুঅভিসন্ধি বানচাল করতে এদিন এক ম্যারাথন মিছিল করে যুবরা। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা-১ উত্তর ও দক্ষিণ লোকাল কমিটির যৌথ উদ্যোগে মিছিল শুরু হয় হাটকালনার গজলক্ষ্মীতলা থেকে। নিভুজিবাজার, হরিহরপাড়া, কৃষ্ণদেবপুর, নন্দগ্রাম, পিয়ারীনগর, মালতিপুর প্রভৃতি গ্রাম পরিক্রমা শেষে মিছিল ধাত্রীগ্রামে শেষ হয়।

শোভা সেন স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২০ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, রানিগঞ্জ অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বাংলা থিয়েটারের সংগ্রামী অভিনেত্রী ও নাট্য সংগঠক শোভা সেন-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্মৃতিচারণা করেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা অসিত বসু ও অভিনেত্রী ভদ্রা বসু। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা যুগ্ম সম্পাদক অনুপ মিত্র। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন পৌলমী চট্টোপাধ্যায়। অসিত বসু বলেন, শোভা সেন কেবল একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সংগঠক। তিনি না থাকলে আমরা যে উৎপল দত্তকে দেখি তা কখনোই পেতাম না। শোভা সেনের মতো মানুষের কাছে আদর্শই ছিল শেষ কথা। নাট্যকর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে, সত্যকে জোরের সাথে বলতে হবে, নাট্যকর্মীদের হারবার কিছু নেই তাই পথে ঘাটে সর্বত্র নাটক করতে হবে। থিয়েটার যদি এমন এক সমাজব্যবস্থা চায় যেখানে শোষণ নেই, বঞ্চনা নেই—তবেই হবে শোভা সেনের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা জানানো। অসংখ্য নাট্যকর্মী সহ সাধারণ মানুষ স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের রানিগঞ্জ অঞ্চল কমিটির মুখপত্র 'সমাজ সংস্কৃতি'-র পক্ষ থেকে শোভা সেন স্মরণ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

আলোচনা : 'কল্পনা, বিজ্ঞান ও সমকালীন ভারত'

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৯ আগস্ট : সমকালীন ভারতে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ নয়, হিংস্রতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই সময় যে রাজনৈতিক দল সরকার পরিচালনা করছেন তারা কখনোই যুক্তিবাদী—বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারার পক্ষে দাঁড়ায়নি। তাইতো এই ভারতে যারাই যুক্তি দিয়ে সমস্ত কিছু গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন কিংবা বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন তাদেরকে খুন হতে হয়েছে। তবুও আমরা যারা বিজ্ঞানকর্মী বা যুক্তিবাদী তাদেরকে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতীয় সংবিধানে দেওয়া আমাদের কর্তব্যকে পালন করার লক্ষ্যে যুক্তিবাদী—বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাধারার প্রচার করে যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, রানিগঞ্জ বিজ্ঞান কেন্দ্র

আয়োজিত পাবলিক লাইব্রেরি ভবনে 'কল্পনা, বিজ্ঞান ও সমকালীন ভারত'—বিষয়ক এক আলোচনাসভায় এ কথা বলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ও লেখক ড. শ্যামল চক্রবর্তী। এদিনের আলোচনাসভায় শিক্ষক দুলাল কর্মকার, ড. পি. আর ঘোষ সহ রানিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের বহু শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্র-ছাত্রী সহ সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

হঠাৎ হঠাৎ আগুন লাগা অলৌকিক নয় বোঝালেন বিজ্ঞানমঞ্চের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ১৭ আগস্ট : হঠাৎ হঠাৎ আগুন লেগে যাওয়ার পিছনে কারো দুরভিসন্ধি আছে। অকুস্থল দীর্ঘক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে গ্রামবাসীদের বোঝালেন বিজ্ঞানমঞ্চের প্রতিনিধিরা। কালনা-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কাঁকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ন'পাড়া গ্রামের পূর্ণ টুডুর বাড়িতে যখন তখন আগুন লেগে যাচ্ছে। এক মাস ধরে আগুন লাগছে কখনো গোয়ালে, কখনো খড়ের পালুই বা শোওয়ার ঘরের চালে। আবার কখনো ধানের মরাইয়ে। এই ঘটনায় শুধু পূর্ণ টুডুই নন, সমস্ত গ্রামবাসীরা চিন্তিত। ফলে রাত পাহারা দিতে শুরু করেন তাঁরা। কিন্তু পাহারায় ঢিলে পড়লেই আবার আগুন। এই আজব আগুনের কিনারা করতে গ্রামবাসীরা পুলিশ ও কালনা বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীদের গ্রামে আসার আহ্বান জানান। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে কালনা থেকে বিজ্ঞান মঞ্চের একটি প্রতিনিধি দল ন'পাড়া গ্রামে পৌঁছায়। দলে ছিলেন কালনা কলেজের অধ্যাপক তাপস সামন্ত, আশুতোষ পাল, সুবোধ সাহা, দীপক দত্ত প্রমুখ। প্রতিনিধিরা দীর্ঘক্ষণ অকুস্থল পর্যবেক্ষণ করে পোড়া সামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ করেন। কালনায় ফেরার সময় গ্রামবাসীদের তাঁরা বোঝান এই ঘটনার সাথে অলৌকিকের কোনো সম্পর্কই নেই। এর পিছনে আছে কারো দুরভিসন্ধি। আপনারাও এই ঘটনার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখুন। আমরাও রাখছি, এই রহস্যজনক ঘটনার কিনারা হবেই।

'ক্যাপিটাল'-এর দেড়শো বছর

—দুয়ের পাতার পর

আধটু ঝুঁকেছিলাম। বিকাশদা, রণেনদা, চাঁদিদারা বইপত্র দিত, কিনেছিলামও কিছু। স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগত বেশ। নায়কের স্ত্রী মাধবী বলে, কেন বোঝা বাড়াও বুঝি না, কোনোদিন তো পড়ো না। নায়ক বইগুলো মুছেটুছে বেঁধে নেয়। এ সময় বাড়িওয়ালার মেয়ে, যে এই প্রজন্মের মেয়ে, বলল, "আমরা পারিনি, আগামীতে আছে যারা, তারা পারবে ঠিক এর ব্যবহার..."

এটা স্বপ্নময়ের গল্প হলেও সত্যি।

তথ্যসূত্র :

১) ক্যাপিটাল, কাল মার্কস, বাণীপ্রকাশ, কলকাতা
২) নন্দন, শারদ সংখ্যা, ১৪১৪
৩) নন্দন, মে ২০১৭ সংখ্যা
৪) সুখে থাকা, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, আগমণী ১৪১৪
৫) বাংলার আর্থিক ইতিহাস, সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. জন লেগি বেয়ার্ড, ১৮৮৮ সালের ১৩ আগস্ট। ২. ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ১৯১০ সালের ১৩ আগস্ট, জন্ম ১২.৫.১৮২৯। ৩. বিজ্ঞানী ফ্রেডিরিক স্যাঙ্গার। ১৯৫৮ এবং ১৯৮০। জন্ম ১৯১৮ সালের ১৩ আগস্ট। ৪. জন্ম ১৯২৬ সালের ১৩ আগস্ট, মৃত্যু ২৬.১১.২০১৬। ৫. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট, চৌধুরী রহমত আলি। ৬. মোরারজি দেশাইকে, ১৯৮৮ সালের ১৪ আগস্ট। ৭. ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট। ৮. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। ৯. ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, কঙ্গো এবং বাহরিণ। ১০.১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, বাংলাদেশের একদল সেনা প্রধানের হাতে। ১১. ১৯১০ সালের ১৬ আগস্ট, ২২ পাতা, দাম ১ টাকা। ১২. ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট, ৫০০০ নরনারীর মৃত্যু ঘটে।

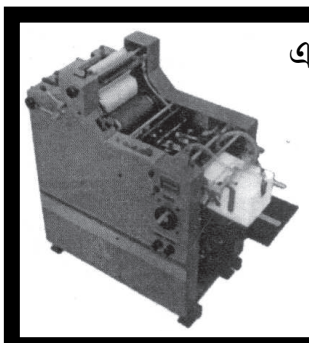
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
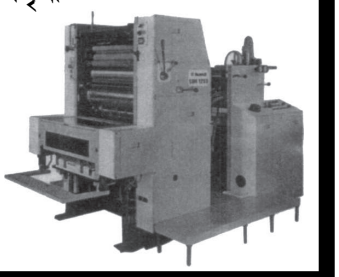
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা